দৈনিক বাংলা 021

ছাত্রদের গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবেঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ছাত্রদেরকে এমন এক গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছেন যা জাতির জন্য গর্বের বিষয় হবে এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে ফলপ্রসূ হতে পারে।

বাসসর খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার ঢাকায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, ছাত্ররা জাতির সম্পদ ও ভবিষ্যতের আশা। জ্ঞানের অন্বেষা ও ফলপ্রসূ কাজ কর্মের মাধ্যমেই তারা জাতীয় উন্নয়নে সবচেয়ে ভালভাবে অবদান রাখতে পারে।

ছাত্রদেরকে সামনের রূঢ় বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তাদেরকে ৪টি নীতি সমুন্নত রাখতে হবে। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষা করা। ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, দলী রাজনীতি পরিত্যাগ করা এবং জাতি গঠন তৎপরতায় অংশ নেয়া। তিনি আরও বলেন, এই নীতিগুলিকে দিশারী হিসেবে মেনে চললে কেউ তোমাদের উদ্দীপনাকে অপব্যবহার করতে পারবে না।

প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের বিপথগামী করার এবং রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করার যে কোন অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্ররোচনা থেকে নিজে তাদের হুশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন রাজনৈতিক প্ররোচনা থেকে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তারিখ ...11...4...85... পৃষ্ঠা ... কলাম ...৭...

নিজেদেরকে ... রাখ ... এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে সজাগ থাক। তোমাদের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে তোমাদের ঐক্য ও সমঝোতা রক্ষা করা উচিত।

তুমুল করতালি ও শ্লোগানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, 'ছাত্ররা আমার হৃদয়ের একান্ত কাছাকাছি। ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, ছাত্রদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন।

প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, দু বছর আগে বাজেটে শিক্ষাখাতে ২৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকা অব্যবহৃত থেকে গিয়েছিল। অন্য দিকে চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ৪শ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের জন্য প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দশ কোটি ৩২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

তিনি জানান, গত কয়েক মাসে ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজসহ আটটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৯টি কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আরও ৬টি আবাসিক হল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও ১৭টি হোস্টেল নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে উন্নত খাবারের জন্য ভর্তুকি দেয়া হয়েছে এবং ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধার্থে পৃথক বাস চালু করা হয়েছে।

শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তার সরকার শিক্ষকদের মর্যাদায় বিশ্বাসী এবং শিক্ষকরা যাতে সমাজে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারেন তার জন্য তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার এখন বেসরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদান করছেন। এছাড়া প্রতি মাসে শতকরা ৩০ ভাগ দুর্মূল্য ভাতা, ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা ও ৬০ টাকা চিকিৎসা ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও একটি অন্তর্বর্তীকালীন ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। চারটি শিক্ষা বোর্ডের কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষকতা পেশার মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে শিক্ষকদের যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং চরিত্র প্রত্যয়নপত্রের জন্য তাদেরকে এখন আর কোন সরকারী কর্মকর্তার কাছে যাবার প্রয়োজন হয় না।

তিনি বলেন, জাতি তখনই